দৈনিক নয়া দিগন্ত
ডিম আলু চিনি নিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা   লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ
ঢাকা, শুক্রবার, ২৮ আগস্ট ২০০৯, ১৩ ভাদ্র ১৪১৬, ৬ রমজান ১৪৩০

রোজার ফজিলত ও তাৎপর্য

জে ইউ এম বাবর হোসাইন সিদ্দিকী

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

রমজানের অর্থ ও নামকরণ ঃ আরবি রমজান শব্দটি 'রমজ' ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। রমজ শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত গরম, জ্বালানো, পোড়ানো ইত্যাদি। এ মাসের নামকরণের ব্যাপারে নেহায়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, আরবের লোকেরা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মাসের নাম রেখেছে। ঘটনাচক্রে এক মাসে খুব বেশি গরম পড়েছিল। এই হিসেবে ওই মাসের নাম রমজান রাখা হয়েছে। আবার মুহীত নামক গ্রন্থে আছে রমজান মাসে রোজাদারদের সব গোনাহ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

রোজার অর্থ ঃ রোজা ফারসি শব্দ। এর আরবি হচ্ছে সাওম বহুবচনে সিয়াম। সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিরত রাখা বা বিরত থাকা। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে রোজার নিয়তসহকারে সুবিহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা। এ থেকে বোঝা গেল রোজার নিয়ত অপরিহার্য। প্রত্যেক রোজার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ত করতে হবে।

রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল ঃ বায়তুল মুকাদ্দিছ থেকে বায়তুল্লাহর দিকে কেবলা পরিবর্তনের পর দ্বিতীয় হিজরিতে শাবান মাসে রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। শুরুতে উল্লিখিত আয়াতে কারিমায় মুসলমানদের প্রতি রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার বিষয়টি নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, রোজা কেবল তোমাদের প্রতিই ফরজ করা হয়নি বরং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর ও ফরজ করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোজার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে তেমনি। মুসলমানদের এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, রোজা একটি কষ্টকর ইবাদত সত্য, তবে তা শুধু তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি বরং পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপরও তা ফরজ ছিল। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে নামাজ থেকে যেমন কোনো উম্মত বাদ ছিল না তেমনি রোজার বেলায়ও কোনো উম্মত বাদ যায়নি। এখানে পূর্ববর্তী উম্মত বলতে হজরত আদম আঃ থেকে শুরু করে হজরত ঈসা আঃ পর্যন্ত সব উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে।

রমজানের ফজিলত ও মর্যাদা ঃ অত্যন্ত ফজিলত ও মর্যাদার মাস এ মাহে রমজান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বীয় ওহি ও আসমানি কিতাব নাজিল করার জন্য এ মাসকেই নির্বাচিত করেছেন। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হজরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূল সাঃ বলেছেন, হজরত ইবরাহিম আঃ-এর ছহিফা রমজানের এক তারিখে, তাওরাত ৬ তারিখে, ইনজিল ১৩ তারিখে ও ২৪ তারিখে আল কুরআন নাজিল করা হয়েছে। হজরত জাবের রাঃ-এর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, জবুর রমজানের ১২ তারিখে নাজিল করা হয়। মাহে রমজানের ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন রমজান ওই মাস, যাতে মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যান্বেষীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী আল কুরআন নাজিল করা হয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫) তাই রমজান হচ্ছে কুরআনের মাস।

হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন যখন রমজান মাস আরম্ভ হয়, তখন ঊর্ধ্ব জগতের (তথা রহমতের) দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় (সে মতে বেহেশতের দরজাগুলোও খুলে দেয়া হয়) এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে (অধিক দুষ্ট ও নেতৃস্থানীয়) বন্দী করে রাখা হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

রোজার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ঃ পবিত্র রমজান মাসকে এত বরকত, ফজিলত দান করে তার মহিমা প্রকাশ করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটিই যা প্রাগুক্ত আয়াতের শেষাংশে রয়েছে অর্থাৎ 'যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো' তাকওয়াভিত্তিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে মুত্তাকির গুণাবলি অর্জন করাই হচ্ছে রোজার উদ্দেশ্য। তাকওয়া ও মুত্তাকির সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআনজুড়েই তাকওয়া ও মুত্তাকির বর্ণনা রয়েছে। এখানে এত ব্যাপক আলোচনার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে বলা যায় ঈমানের দাবি হলো আনুগত্য আর আনুগত্যের ফল হলো তাকওয়া।

তাকওয়ার ছয়টি বৈশিষ্ট্য যথা ঃ ১. সত্যান্বেষণ; ২. সত্য কবুল করা; ৩. সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা; ৪. মনের মধ্যে নিষিদ্ধ কাজের ভয় থাকা; ৫. দায়িত্ব সচেতনতা এবং ৬. দায়িত্ব সচেতনতার সাথে কর্তব্য পালন।

আর যাদের মধ্যে এ ছয়টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে তারাই মুত্তাকি। একজন মুমিনের উচিত সব সময় মনের মধ্যে এ জিনিসগুলোর স্মরণ রাখা এবং সে হিসেবে নিজের চরিত্র ও জীবন গঠন করা। কেবল শরয়ি ব্যাপারে নয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারে এগুলোর আলোকে গঠিত মানুষ ও সমাজের চিত্র কেমন হতে পারে তা আমরা একটু চোখ বুজে বর্তমান ঘুণে ধরা পতিত সমাজের সাথে যদি তুলনা করে দেখি তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর এ রকম একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই রমজানের দাবি, কুরআনের দাবি।

মূলত রমজান হচ্ছে আত্মসংযমের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, প্রশিক্ষণের মাস। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের চরিত্রের মধ্যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির প্রতিফলন ঘটানো এবং তারই আলোকে এমন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যাতে তার প্রভাব বাকি ১১ মাস পর্যন্ত থাকে। এভাবে জীবনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে। এটাই হচ্ছে রমজানের শিক্ষা এবং এতেই নিহিত রয়েছে রমজানের তাৎপর্য। অন্যথায় যদি আমরা এ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে না পারি, মিথ্যা, ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ মজুদদারি, মুনাফাখোরি, তথা যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বিরত হতে না পারি তাহলে রমজানের এত ফজিলত ও বরকত থেকে আমরা সামান্যতমও উপকৃত হতে পারব না। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্য পরিত্যাগ করবে না, তার পানাহার ত্যাগ করার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই।' (বুখারি)